মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৪৫২৭

পর্ব-২৩: চিকিৎসা ও ঝাড়-ফুঁক (كتاب الطب والرقى)

পরিচ্ছেদঃ প্রথম অনুচ্ছেদ

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

আরবী

وَعَن عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَرْقِيَ مِنَ الْعَيْنِ

বাংলা

৪৫২৭-[১৪] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (কারো ওপর) বদনযর লাগলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঝাড়ফুঁক করতে নির্দেশ দিয়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম)[1]

ফুটনোট

[1] সহীহ : বুখারী ৫৭৩৮, মুসলিম (২১৯৫)-৫৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬১০৩, ‘নাসায়ী’র কুবরা ৭৫৩৬, ইবনু মাজাহ ৩৫১২ সহীহাহ্ ২৫২১, আল জামি‘উস্ সগীর ৯০১৫, সহীহুল জামি‘ ৪৮৮৪, আহমাদ ২৪৩৪৫, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৭/২৬৫ পৃঃ, মুসতাদরাক হাকিম ৮২৬৭, বায়হাক্বী ২০০৬৯।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যাঃ বদনযর চাই মানুষের হোক অথবা জিন্নের, ঝাড়ফুঁকের মাধ্যমে চিকিৎসা করা মুস্তাহাব। সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, আবূ দাঊদ, নাসায়ী ও ইবনু মাজাহতে ‘আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল কুরআনের শেষ তিনটি সূরা পাঠের মাধ্যমে ফুঁ দিয়ে নিজেই ঝাড়ফুঁক করতেন। এ তিনটি সূরার সাথে সূরাহ্ আল কাফিরূনও যোগ করা যায়। মা‘মার বলেন, আমি ইমাম যুহরীকে বললামঃ কিভাবে ফুঁক দিতে হয়? উত্তরে তিনি বললেনঃ দুই হাতে ফুঁ দিয়ে তা চেহারা ও শরীরে মুছতে হবে। কতিপয় ‘উলামায়ে কিরামের মতে, চোখের বদনযর প্রতিরোধে সূরাহ্ আল কলাম-এর ৫১ আয়াত হতে শেষ পর্যন্ত পাঠ করা যায়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি বর্ণনাকারীঃ আয়িশা বিনত আবূ বাকর সিদ্দীক (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=75251

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন